রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ২২ নং আইন

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩০ জুন, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইনে নতুন ধারা ২১ক এর সন্নিবেশ**।—ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২১ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"২১ক।—**কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ (undertaking) কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নিকট হস্তান্তরের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন চুক্তির মাধ্যমে ইহার উদ্যোগ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর, অতঃপর এই ধারায় কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত, নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত, অতঃপর এই ধারায় বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, হইবে এবং উক্তরূপ হস্তান্তর ও বিলুপ্তি সম্পর্কিত তথ্য সরকার, যথাশীঘ্র, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, কোম্পানীর ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা সূচিত কোন আইনগত কার্যধারা কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা সূচিত কোন আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ord. No. XXIV of 1985) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উদ্বৃত (surplus) কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত Ordinance এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের পেনশন ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ এর বিধানাবলী এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হয় নাই এবং তাহাদের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষের অধীন প্রাপ্য পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি, যদি থাকে, অব্যাহত থাকিবে; এবং

(ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পেনশন ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত হইবেন এবং তাহাদের যাবতীয় পাওনা ও সুবিধাদি কোম্পানী পরিশোধ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হইবার পূর্বে যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃপক্ষের চাকুরী হইতে পদত্যাগ করেন বা অন্য কোনভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার কোন পাওনা থাকিলে উহা কোম্পানী পরিশোধ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এবং উপ-ধারা(৪) এর অধীন পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি প্রদান বা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোম্পানী এমন কোন নীতি, পদ্ধতি বা বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে পারিবে না, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি বা বিধি-বিধান অপেক্ষা অসুবিধাজনক হয়।

(৬) এই ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ হস্তান্তর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ বা অন্য কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা বা অসংগতি দেখা দিলে উহা দূরীকরণার্থ সরকার, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "উদ্যোগ" অর্থে কর্তৃপক্ষের সকল ব্যবসা, প্রকল্প, স্কীম, শেয়ার, সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, লাইসেন্স, কর্তৃত্ব এবং সুবিধাদি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, রিজার্ভ ফান্ড, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিনিয়োগ, জমা, দেনা এবং যে কোন দায় ও ঋণ অন্তর্ভুক্ত হইবে"।

৩। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান**।—(১) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংশোধিত ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd